W.B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA-27

File No. 191 /WBHRC/SMC/2017

Date: 23. 06.2017

Enclosed is the news item appearing in 'Ei Samay a Bengali daily dated 23.06.2017, captioned ' নেশা ছাড়াতে মারধর, প্রশ্নের মুখে রিহ্যাবই'

Investigating Wing of the Commission is directed to enquire into the matter and file a comprehensive report by 18th August, 2017 enclosing thereto :

(a) particulars of Rehab centres operating in the State;

(b) source of income including aid or subsidy advanced by the State;

(c) the modus operandi adopted for rehabilitation including legal and scientific basis thereof;

(d) Experience of the patients.

23/6/17

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

(M. S. Dwivedy)
Member

Prabir
Pl. upload.
23.6.17

Encl: News Item Dt. 23.06. 17

Ld. Registrar to keep NHRC posted about cognizance taken on the subject by WBHRC and uploaded in the website.

SDB

নেশা ছাড়াতে মারধর, প্রশ্নের মুখে রিহ্যাবই

জয় সাহা

ঢুকতেই দেখা মিলবে হৃষ্টপুষ্ট চেহারার অ্যালসেশিয়ান কুকুরের। কোথাও তিনটি, কোথাও চারটি। মোটা চেনে বাঁধা কুকুরের দল লোক দেখলেই তারস্বরে ডাকতে শুরু করে। কেউ গায়ে উঠে আসতে চায়। কোনওক্রমে তাদের শান্ত করে ঘরে ঢুকতেই এগিয়ে আসবেন যণ্ডামার্কা কয়েকজন যুবক। 'ভাইয়ের নেশা ছাড়াতে চাই' বলতেই নেশামুক্তি কেন্দ্রে কী হয়, তা জানাতে যিনি এগিয়ে এলেন, তাঁর মুখে কাটা দাগ। দাঁতগুলো প্রায় সবই গুটখা-মশলায় ক্ষয়েছে। চোখ টকটকে লাল। একটা গুটখার প্যাকেট ছিঁড়ে মুখে পুরে বলতে শুরু করলেন। ততক্ষণে আরও ছেলেরা ঘিরে ধরেছে। পাশের ঘরের পর্দা উড়লেই দেখা যাচ্ছে বাঁশ-লাঠির স্তূপ।

শহর ও শহরতলির নেশামুক্তি কেন্দ্র বা অ্যান্টি ড্রোপ রিহ্যাবের পরিবেশটাই এ রকম। ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা এই সব রিহ্যাব সেন্টারে আবাসিকের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। কেন্দ্রগুলি যে সব এলাকায়, সেখানকার বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বললে উঠে আসে আতঙ্কের ছবি। উপরের চিত্র দুর্গানিগরে একটি রিহ্যাব সেন্টারের। বেলঘরিয়া স্টেশনের কাছে 'গোপনে মদ ছাড়ান' কেন্দ্রের গোপন কথা আরও চিন্তার। সেন্টারের কাছেই এক দোকানদারের কথায়, 'মাঝেমধ্যেই চিৎকার শুনি। বাবা গো, মেরে ফেলল গো, বাঁচাও বাঁচাও চিৎকার। কুকুরগুলো অনবরত ডাকতে থাকে। কিছু বললে ওরা বলে, নেশাখোরদের নিয়ে কারবার। সিধে করতে গেলে তো এইটুকু করতেই হবে।' আর এক বাসিন্দার কথায়, 'কয়েক বছর আগে এক আবাসিকের কান কুকুর ছিঁড়ে ফেলে। আবাসিকরা সব দরজা ভেঙে রাস্তায় বেরিয়ে আসেন। কেউ কেউ তো সম্পূর্ণ নগ্ন ছিলেন। এ নিয়ে থানা-পুলিশ হয়। অনেক মিডিয়াও এসেছিল।' তার পরে? ওই বাসিন্দার বক্তব্য, 'কয়েক দিন সেন্টার বন্ধ থাকার পরে আবার যা ছিল তা-ই। এখনও নানারকম চিৎকার শুনতে পাই।'

এই সব সেন্টার চালানোর জন্য সরকারি এবং বেসরকারি অর্থসাহায্য পাওয়া যায়। ট্রেনে, বাসে, বাজারে, টয়লেটে গোপনে মদ ছাড়ানোর বিজ্ঞাপন নজরে পড়বে ভূরি ভূরি। এই সব সেন্টারে রোগী দিতে হলে বেশ কিছু নিয়মকানুন মানতে হয় পরিজনকে। রোগীকে রিহ্যাব পর্যন্ত আনার দায়িত্ব প্রয়োজনে সেন্টারগুলিই নেয়। প্রতি মাসে মোটামুটি পাঁচ থেকে সাত হাজার টাকা থাকা-খাওয়ার জন্য নেয় সেন্টারগুলি। ডাক্তার ও প্যাথোলজিক্যাল টেস্টের খরচ আলাদা।

এই সময়-এর মত

নেশা ছাড়াতে গিয়ে এই তথাকথিত বিশেষজ্ঞরা মানুষগুলোকে আরও অসুস্থ করে তুলছেন। এই সারিয়ে তোলার পদ্ধতিটি একই সঙ্গে অবৈজ্ঞানিক ও অমানবিক। এই কেন্দ্রগুলিকে যাঁরা সাহায্য করেন তাঁরা কি জানেন তাঁদের এই অনুদান সঠিক ভাবে ব্যয় হচ্ছে কি না? তাঁদের পক্ষ থেকেও নজরদারি চালানো উচিত। হতভাগ্য মানুষগুলোকে সমাজের মূলস্রোতে ফেরাতে দরকার অসীম ধৈর্য আর মরমী মন।

একবার রোগী দেওয়ার পরে কোথাও ৫০ দিন, কোথাও আবার দু'মাস পর্যন্ত পরিবারের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ রাখা হয় না। কোন পদ্ধতিতে নেশামুক্তি ঘটানো সম্ভব, এই প্রশ্ন করলে সেন্টারের লোকেরা নানা অভ্যাসের কথা বলছেন। সকাল সকাল ঘুম থেকে ওঠা, প্রাণায়াম, যোগা, কাউন্সেলিং, ক্লাস, গ্রুপ ডিসকাশন, সন্ধেবেলা ক্যারাম, দাবা, টিভি দেখে ঘুমোতে যাওয়ার আগে আরও এক দফা কাউন্সেলিংয়ের কথা শোনাবেন এঁরা। কিন্তু যাঁরা রোগী পাঠিয়েছেন, তাঁদের অভিজ্ঞতা কিন্তু অন্য কথা বলছে।

দমদমের এক প্রৌঢ় ছেলেকে কল্যাণীর একটি সেন্টারে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর কথায়, 'তিন মাস ছেলের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ রাখতে পারিনি। ওরা বলল, এটাই চিকিৎসার পদ্ধতি। তিন মাস বাদে যখন ছেলের সঙ্গে দেখা হল, আঁতকে উঠেছিলাম। গায়ে মারের চাকা দাগ, পিঠে পোড়া সিগারেটের ছ্যাঁকা। ঠিকমতো খেতে না-পেয়ে হাড় জিরজিরে চেহারা। আমাকে চিনতে পারছিল না। একরকম আধমরা অবস্থায় ছেলেকে ছাড়িয়ে আনি।' পুলিশে যাননি কেন? প্রৌঢ়ের কথায়, 'থানা-পুলিশ করলে লোক জানাজানির ভয় ছিল।' এই কেন্দ্রগুলি যাঁরা চালান তাঁরাও বিষয়টিকে অস্বীকার করছেন না। দুর্গানিগরের ওই সেন্টারের কর্তারি কথায়, 'এটা রিহ্যাব সেন্টার। কোনও পাঁচতারা হাসপাতাল নয় যে, রোগীদের মাথায় করে রাখতে হবে। সব রকম অভিজ্ঞতার জন্যই আপনাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। নেশা করে করে লাইফটাকে তো হেল করেই ফেলেছেন। এখন আর একটু হেল-এ থাকলে কিছু যাবে-আসবে না। সোজা আঙুলে ঘি না-উঠলে আপনি কি আঙুল একটু বাঁকা করেন না?'